দৈনিক

25 JUN 2008

৩ ৭

ঢাবির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

পূর্বাচলে একশ একর জমি চেয়ে সরকারকে চিঠি

॥ সাইদুর রহমান ॥

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের ইতিবাচক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজধানীর পূর্বাচলে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পূর্বাচলের একশ একর জমি চেয়ে সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একাডেমিক ভবন, আবাসিক সংকট আর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার নীতিগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের নির্দেশ দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আকম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি 'মাস্টার প্লান কমিটির' গঠন করে। ১৬ জুন কমিটির বৈঠকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য রাজধানীর পূর্বাচল, আশুলিয়া ও সোনারগাঁও এ তিনটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। পূর্বাচল দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বৈঠকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম নাজেমকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের নকশা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মাস্টার প্লান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গতকাল সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবকে ভিসি চিঠি দেন। কমিটির সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান ও শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামকে অবহিত করে অনুরূপ চিঠি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে দাবি করে আসছিল। এ নিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাধিক বৈঠকেও এ দাবিটি জোরালোভাবে তোলা হয়। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন গড়ে তোলা হবে। যেখানে বর্তমান ক্যাম্পাস থেকে ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে নতুন ক্যাম্পাসে নেয়া হবে। বর্তমান ক্যাম্পাসের আদলে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ১০ তলাবিশিষ্ট ৩টি একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক আবাসিক হল, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন, টিএসসি ভবন, লাইব্রেরি, গবেষণাগার ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হবে। মাস্টার প্লান কমিটির আহ্বায়ক ও প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আকম ইউসুফ হায়দার বলেন, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। আগামী ২ জুলাই কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। পূর্বাচলে একশ একর জমি চেয়ে সরকারকে চিঠি দেয়া হয়েছে।